দৈনিক ইনকিলাব

JAN. 28 2002

কলিকাতার ঘটনা ❑ বাংলাদেশীরা গ্রেফতার হচ্ছে নির্বিচারে

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলমান ও মাদ্রাসাগুলোর উপর চলছে নির্যাতন

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ কলিকাতায় আমেরিকান সেন্টারের বাইরে প্রহরারত পুলিশের ওপর কতিপয় বন্দুকধারীর হামলার জের ধরে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে সফররত বাংলাদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে অমানবিক নিপীড়ন-নির্যাতন ও হয়রানিমূলক আচরণ শুরু হয়েছে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের বাড়ী বাড়ী তল্লাশি চালানো হচ্ছে, ধরপাকড় চলছে এবং নাজেহাল ও হয়রানির ঘটনা ঘটছে প্রতিদিনই। মাদ্রাসাগুলোর ওপর চলছে কড়া নজরদারী। পাসপোর্টধারী বাংলাদেশী নাগরিকদের বিশেষ করে যাদের টুপি ও দাড়ি রয়েছে। তাদেরকে চেকিং-এর নামে দিগম্বর পর্যন্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ভারত থেকে ফিরে আসা কয়েকজন বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী নাগরিক। সীমান্তবর্তী আঞ্চলের ইনকিলাব প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে জানান, গত কয়েক দিনে বিভিন্ন চেকপোস্ট দিয়ে ভারত গমনেচ্ছু যাত্রীদের সংখ্যা

৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলছে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বিপুলসংখ্যায় হ্রাস পেয়েছে। কলিকাতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান ও পাসপোর্টধারী বাংলাদেশী নাগরিকদেরই কেবল হয়রানি করা হচ্ছে না। ঐ হামলা ঘটনায় বাংলাদেশকেও জড়িত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে দোষারোপ করে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ থেকে আইএসআই সদস্যরা কলিকাতায় গিয়ে ঐ হামলা চালিয়েছে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশী কয়েকজন নাগরিককেও গ্রেফতার করা হয়েছে ঐ হামলায় জড়িত থাকা সন্দেহে। বিবিসি জানায়, এর মধ্যে ৭৫ জন বাংলাদেশীকে আটক করা হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশ ঐ অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারকে জরুরী তলব করে তাকে বলে দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের কোন

এলাকা কখনই কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে ভাবতে কিংবা অন্য কোন দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে দেয়া হয়নি। ভবিষ্যতেও দেয়া হবে না। বাংলাদেশের প্রতিবাদ সত্ত্বেও লক্ষ্য করা গিয়েছে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা জোরদার করা হয়েছে। ভারতীয় পত্রিকা হিন্দুস্থান টাইমস ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, এশিয়ান এজ, আনন্দ বাজার প্রভৃতিতে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে এই বলে যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই পরিচালিত বেশ কয়েকটি সন্ত্রাস প্রশিক্ষণ ঘাঁটি রয়েছে। যেসব সংগঠনের ঘাঁটির নাম করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে হরকত উল জেহাদই ইসলামী, সিপাহী মোহাম্মদ হরকতুল মুজাহেদীন, আহলে হাদিস প্রভৃতি। বলা হয়েছে এসব সংগঠন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে তৎপর রয়েছে। যশোর থেকে মিজানুর রহমান তোতা জানান, কলিকাতায় আমেরিকান সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পর ব্যাপক তল্লাশী, ধরপাকড়, হয়রানি ও নাজেহালের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রী ও মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্ক বেড়ে গেছে। ভারতীয় পুলিশ এবং বিএসএফ-এর দৃষ্টিভঙ্গি এমন দাঁড়িয়েছে যে, বাংলাদেশী ও মুসলমান অর্থই হচ্ছে আইএসআই-এর চর। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে বসিরহাট, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ পরগনা, বাগদা ও হেলেঞ্চাসহ সীমান্ত লাগোয়া সমজিদ ও মাদ্রাসায় প্রায় প্রতিদিনই বিএসএফ ও পুলিশ রেইড দিচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকটবর্তী ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হচ্ছে। এলাকাবাসী প্রতিবাদ জানালে ঘন্টার পর ঘন্টা তাবোল তাবোল প্রশ্নবাণে মুসলমানদের জর্জরিত করা হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হুঁশিয়ারি সংকেত দিয়ে ছেড়েও দেয়া হচ্ছে। গত শুক্রবার সীমান্তের দেওভোগ মাদ্রাসার জনৈক শিক্ষককে জিজ্ঞাসাবাদের নামে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয়। এতে মাদ্রাসা ও মুসল্লি, আলেম ওলামা ও শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের দেড়শ' মাদ্রাসাকে বেআইনী হিসেবে চিহ্নিত করে ঐসব ধীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কড়া নজরদারি করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ধীনি শিক্ষার পরিবেশ যতটুকু আছে, তাও বিঘ্নিত হচ্ছে।

বেনাপোল থেকে মহসিন মিলন জানান, আমেরিকান সেন্টারে জঙ্গী হামলার ৪ দিন পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা তাদের প্রাথমিক তদন্তে বলেছে, এই হামলার ব্লু প্রিন্ট তৈরী করা হয়েছিল ১৫ দিন পূর্বেই পুর্নিয়া শহরের কসাই মহল্লা অথবা চিমনি বাজার এলাকায় গোপন ঘাঁটিতে বসে। আইএসআই-এর এজেন্টরা এই বৈঠকে হাজির ছিল। এর সাথে দুবাইয়ের আবতাফ আনসারিরা রয়েছে বলে 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' এক খবরে বলা হয়। যারা আইএসআইয়ের নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মধ্যে পুর্নিয়ার একজন সাবেক মন্ত্রীও রয়েছে। আমেরিকান সেন্টারে হামলার সময় মোটর সাইকেলে চড়ে যে দু'জন স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলী চালিয়ে ছিল তাদের সেফ করতে প্রাইভেট কারে অপেক্ষা করছিল আরও ৪/৫ জন। তারাই ঐ ২ জনকে নিয়ে যোগবানি চেকপোস্ট দিয়ে নেপালে চলে গেছে। গোয়েন্দারা বলছে, হামলাকারীরা মালদাহ হয়ে বাংলাদেশে অথবা কিষানগঞ্জের সীমান্ত নদী পেরিয়ে নেপালে চলে গেছে। পুলিশ জানায়, পুর্নিয়ার স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবস্থা বলে পুর্নিয়ার কসাই মহল্লা ও চিমনি বাজারে পুলিশও ঢুকতে সাহস পায় না। বস্তুত ঐ অঞ্চলগুলো আইএসআই-এর ঘাঁটি। তারা বলছে, বাংলাদেশের হরকাতুল মুজাহিদি ও নেপালের হরকাতুল আনসার বাহিনী আইএসআই-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এরা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ভারতে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে গত ২৫ জানুয়ারী ১০ জনের একটি গ্রুপ নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করেছে। জঙ্গী হামলার মোকাবিলা করতে কুইক রিঅ্যাকশন টিম তৈরী করা হয়েছে। পুলিশ ভুটান, বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্তে নতুন করে নজরদারির ব্যবস্থা জোরদার করেছে, বিএসএফকে অত্যন্ত সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। কলিকাতার পর এবার শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গে জঙ্গী হামলার আভাস দিয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে গোয়েন্দা সংস্থা। হিলি সংবাদদাতা নুরুন্নবী বাবু হিলি চেকপোস্ট দিয়ে আসা কয়েকজন বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীর সাথে কথা বলে জানতে পেরেছেন, টুপি-দাড়িধারী বাংলাদেশী নাগরিকদের তল্লাশীর নামে উলঙ্গ করতেও দ্বিধা করছে না ভারতের পুলিশ ও বিএসএফ। তারা বলেন, কলিকাতা থেকে হিলি আসার পথে আমরা ৭/৮ জায়গায় বিএসএফ এবং পুলিশী চেকিং-এ পড়ি। দুই-এক জায়গায় আমাদের দিগম্বর করে দেখতেও দ্বিধাবোধ করেনি তারা। অন্যদিকে হিলি ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গেছে, এ ধরনের হয়রানির কারণে গত তিন দিনে এই চেকপোস্ট দিয়ে যাত্রী পারাপার কমে এসেছে